দৈনিক
জনকণ্ঠ

তারিখ 28 JAN 2008
পৃষ্ঠা 2 কলাম 2

অবশেষে ঢাবির আরবী বিভাগে বিশেষ মতাবলম্বী বিতর্কিত সেই তিন শিক্ষক চাকরি পেয়েছে!

22
Report-

বিশ্ববিদ্যালয় সংবাদদাতা ॥ অনেক লড়াকাও করে দীর্ঘ ১৩ মাস পর ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের আরবী বিভাগে বিতর্কিত বিশেষ মতাবলম্বী সেই তিনজনকে লেকচারার পদে নিয়োগ দেয়া হয়েছে। এ্যাটর্নি জেনারেল-এর মতামতের প্রেক্ষিতে সিন্ডিকেটে শনিবার রাতে এ সিদ্ধান্ত নেয়া হলেও আসলেই এ্যাটর্নি জেনারেলের মতামত নেয়া হয়েছে কিনা তা নিয়ে সন্দেহ প্রকাশ করছেন সংশ্লিষ্ট অনেকেই।

সূত্র জানায়, ২০০৬ সালের অক্টোবর মাসে আরবী

(পৃষ্ঠা ৪-এর কঃ দেখুন)

অবশেষে ঢাবির আরবী

(প্রথম পাতার পর)

বিভাগে একজন সহকারী অধ্যাপক এবং দু'জন লেকচারার নিয়োগের বিজ্ঞপ্তি দেয়া হয়। ২০০৭ সালের ১১ জানুয়ারি বিভাগের ১ জনকে সহকারী অধ্যাপক পদে নিয়োগ দেয়া হয়। ১৪ জানুয়ারি শূন্যপদসহ মোট তিনটি পদে বিশ্ববিদ্যালয়ের বিধি লঙ্ঘন করে গভীর রাতে অধিকতর যোগ্যপ্রার্থীকে বাদ দিয়ে বিশেষ মতাদর্শের ৩ জনকে নিয়োগ দেয়া হয়। এ তিনজন হলেন তাজুল ইসলাম, নূরে আলম ও রফিকুল ইসলাম। এ তিনজনের বিরুদ্ধে সিলেকশন কমিটির বিশেষজ্ঞ সদস্যের আপত্তি ছিল। কারণ তারা ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে অধ্যয়নকালে ফাজিল ডিগ্রী নিয়েছেন; যা বিশ্ববিদ্যালয়ের বিধির সুস্পষ্ট লঙ্ঘন।

বিশ্ববিদ্যালয়ের আইন ক্যালেন্ডার পার্ট-৩-এর ১৬ ধারায় বলা আছে, বিশ্ববিদ্যালয়ে অধ্যয়নকালে কোন ছাত্র অন্য কোন বিভাগ বা প্রতিষ্ঠানে অধ্যয়ন করতে পারবে না। যদি তা করে সেক্ষেত্রে বিধি মোতাবেক তার ভর্তি বাতিল করার কথা রয়েছে বিশ্ববিদ্যালয়ের আইনে। এ বিষয়টি নিয়ে সে সময় একাধিক পত্রিকায় প্রতিবেদন প্রকাশিত হয়েছিল। এ তিনজনকে বিধি লঙ্ঘন করে নিয়োগ দেয়ায় অন্যান্য প্রার্থীর মধ্যে একজন ১ ফেব্রুয়ারি বিশ্ববিদ্যালয়কে উকিল নোটিস পাঠায়। এর মধ্যে বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষ জানায়, সে বিধিটি ২০০১ সালের পর থেকে প্রযোজ্য নয়। ২৪ ফেব্রুয়ারি বিশ্ববিদ্যালয়ের আইন উপদেষ্টা আব্দুল হালিম চাকলাদার উকিল নোটিসের জবাব দেয়। জবাবে ৭ ফেব্রুয়ারির সিন্ডিকেট রেজুলেশনকে বাতিল করা হয়। ফলে নিয়োগের বিপক্ষে মতামত আসে। এর পর গত বছরের ৫ জুন বিষয়টি সিন্ডিকেটে ওঠলে সেখানে একজন সদস্য এ ব্যাপারে নোট অব ডিসেন্ট প্রদান করেন। তারপরও তাদের নিয়োগ দেয়া হলে ১৩ জুন সিন্ডিকেট সদস্য অধ্যাপক ড. রহমত উল্লাহ বিধি লঙ্ঘন করে এ নিয়োগদানের প্রতিবাদে সিন্ডিকেট থেকে পদত্যাগ করেন। এর পর ২৫ জুনের সিন্ডিকেটে এ বিষয়টি নিয়ে এ্যাটর্নি জেনারেলের মতামত নেয়ার সিদ্ধান্ত হয়। মতামত না পাওয়া পর্যন্ত সেই ৩ জনের নিয়োগ স্থগিত রাখা হয় বলে জানা গেছে, কয়েকদিন আগে এ বিষয়ে এ্যাটর্নি জেনারেলের মতামত পাওয়া গেছে। তিনি এ নিয়োগের পক্ষে মত দিয়েছেন। তাঁর মতামতের প্রেক্ষিতে শনিবার রাতে সিন্ডিকেট সেই বিতর্কিত তিনজনকে নিয়োগদানের সিদ্ধান্ত নেয়। তবে আদৌ এ্যাটর্নি জেনারেলের মতামত নেয়া হয়েছে কিনা তা নিয়ে সংশয় প্রকাশ করছেন সংশ্লিষ্ট অনেকেই। আরবী বিভাগের এক শিক্ষক নাম প্রকাশ না করার শর্তে বলেন, এ্যাটর্নি জেনারেলের মতামত আসলেই নেয়া হয়েছে কিনা বা বিষয়টি এ্যাটর্নি জেনারেলের কাছে আসলেই পাঠিয়েছে কিনা তা নিয়ে সন্দেহ আছে। তিনি বলেন, এ নিয়োগ বিশ্ববিদ্যালয়ের আইনের পরিপন্থী। জরুরী অবস্থার মধ্যে ১৪ জানুয়ারি গভীর রাতে আপত্তি থাকা সত্ত্বেও বিশেষ কারণে এ নিয়োগ দেয়া হয়ে ছিল।

সূত্র জানায়, গত বছরের ১৪ জানুয়ারি বিএনপি-জামায়াতপন্থী শিক্ষকদের সংখ্যাগরিষ্ঠ সিলেকশন কমিটি গভীর রাতে এ নিয়োগ প্রদান করে। সেদিন জরুরী অবস্থার মধ্যে সন্ধ্যা ৬টায় সিলেকশন শুরু হয়। শেষ হয় রাত দেড়টায়। যার কারণে মেয়ে প্রার্থীসহ অনেকেই ভয়ে সেদিন পরীক্ষায় অংশ নিতে পারেনি। তাছাড়া অধিকতর যোগ্য দু'জনকে বাদ দিয়ে এ তিনজনকে নিয়োগ দেয়া হয় বলেও অভিযোগ আছে।